সভার কার্য বিবরনী ঃ-

সভার স্থান ঃ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
সভার তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৩ ইং
সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা
অর্থবছরঃ ২০২৪-২০২৫

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা ও স্বাক্ষরঃ

	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নং	স্বাক্ষর
১	জনাব আব্দুল বারেক খান (বারী)	চেয়ারম্যান		স্বাক্ষরিত
২	জনাব নারগিছ বেগম	সদস্য	সংরক্ষিত ১,২,৩	স্বাক্ষরিত
৩	জনাব রিতা আক্তার	সদস্য	সংরক্ষিত ৪,৫,৬	স্বাক্ষরিত
৪	জনাব কুলসুম বেগম	সদস্য	সংরক্ষিত ৭,৮,৯	স্বাক্ষরিত
৫	জনাব সুলতান শেখ	সদস্য	সাধারন -০১	স্বাক্ষরিত
৬	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	সদস্য	সাধারন -০২	স্বাক্ষরিত
৭	জনাব আবুল কালাম	সদস্য	সাধারন -০৩	স্বাক্ষরিত
৮	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	সদস্য	সাধারন -০৪	স্বাক্ষরিত
৯	জনাব আব্দুল বারেক বেপারী	সদস্য	সাধারন -০৫	স্বাক্ষরিত
১০	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সদস্য	সাধারন -০৬	স্বাক্ষরিত
১১	জনাব গোপাল চক্রবর্তী	সদস্য	সাধারন -০৭	স্বাক্ষরিত
১২	জনাব আমির দেওয়ান	সদস্য	সাধারন -০৮	স্বাক্ষরিত
১৩	জনাব রাশিদুজ্জামান লস্কর	সদস্য	সাধারন -০৯	স্বাক্ষরিত

আলোচ্য বিষয় ঃ ১. ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন।
২. ক্রয়নীতিমালা প্রনয়ণ।
৩. ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ।
৪. দরপত্র বাছাই কমিটি গঠন।

<table>
<tr><th>আলোচ্য সূচী</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>সভাপতির আসন গ্রহন</td><td>রাঢ়িখাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বারেক খান (বারী) সাহেব সভাপতির আসন গ্রহন করেন এবং উপস্থিত সকল সদস্য, সদস্যা গনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ আরম্ব করেন।</td><td>পূর্ব সভার মন্তব্য সমূহ পাঠ করিয়া শুনানো হয় এবং তাহা সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।</td><td></td></tr>
<tr><td>১ নং আলোচ্য সূচী ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন</td><td>সভাপতি মহোদয় জানান যে, ইউনিয়ন পরিষদ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান সাধারন জনগন থেকে শুরু করে সকল শ্রেনীর পেশার মানুষকে নানাবিধ সেবা প্রধান করে থাকে। আর সকল সেবা প্রধান করার জন্য প্রত্যেক আর্থিক বছরে নানারকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হয়। যেহেতু এই ক্রয় সরকারি ক্রয় তাই এ ক্রয় করার জন্য একটি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা আবশ্যক। এছাড়াও ক্রয় নীতিমালা (সরকারি বিধি মোতাবেক) এবং ইউপির চলতি অর্থবছরের জন্য একটি ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে।</td><td>অতপর এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয় এবং আলোচনান্তে নিন্মোক্ত ভাবে ক্রয় সংক্রান্ত নিতিমালা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিতে গৃহীত ও অনুমোদিত হইল। এবং নিম্ন লিখিত ক্রয় কমিটি গঠন করা হলো।
ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র ঃ নং</th><th>নাম</th><th>সামাজিক পদবী</th><th>কমিটিতে পদবী</th></tr>
<tr><td>১</td><td>জনাব আব্দুল বারেক খান (বারী)</td><td>চেয়ারম্যান</td><td>সভাপতি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন</td><td>সচিব</td><td>সদস্য সচিব</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>জনাব নারগিছ বেগম</td><td>সংরক্ষিত সদস্য</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ</td><td>সদস্য-১</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>জনাব আমির দেওয়ান</td><td>সদস্য-৮</td><td>সদস্য</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

ক্রয় সংক্রান্ত নিতিমালা	বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ক্রয় করা হয়। এ সকল ক্রয় ব্যবস্থা প্রনয়ন সচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এ সচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার জন্যই বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে ক্রয় প্রক্রিয়া যথেষ্ঠ সংস্কার এনেছেন এবং এর ফলাফল হিসেবে ২০০৩ সালে পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট রেজুরেশন ২০০৩ নামে গনখাতে ক্রয় ব্যাবস্থা চালু করে। পরবতী সময়ে পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ নামে গনখাতে ক্রয় সংক্রান্ত আইন এবং এরই প্রয়োগ হিসেবে পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ নামে গনখাতে ক্রয় বিধিমালা চূড়ান্ত করেছে।	সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী ক্রয় করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মিতিক্রমে গৃহীত হয়।	

দরপত্র বাছাই কমিটি গঠন	এ আলোচনায় সভাপতি মহোদয় জানান যে, ২৫,০০০/- টাকার উর্দ্ধে কোন ক্রয় করা হলে তা অবশ্যই দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। তাই এ দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি দরপত্র বাছাই কমিটি গঠন করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের প্রকল্পের আওতায় ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার টাকা) উর্দ্ধে যে সকল নির্মান বা সরবরাহ কাজের ক্রয় করা হবে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ ওয়ার্ড কমিটিই দরপত্র বাছাই কমিটির দায়িত্ব পালন করবে। তবে ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের প্রকল্পের বাহিরে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব যে সকল ক্রয় করা হবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে (২৫,০০০/- টাকার উর্দ্ধে) অদ্য গঠিত কমিটি দরপত্র বাছাই এর দায়িত্ব পালন করবে। অতপর এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	নিন্মোক্ত ভাবে দরপত্র বাছাই কমিটি সর্ব সম্মতিতে গৃহীত হল। ***দরপত্র বাছাই কমিটি ঃ*** ক্র নং | নাম | সামাজিক পদবী | কমিটিতে পদবী ১ | জনাব আব্দুল বারেক খান (বারী) | চেয়ারম্যান | সভাপতি ২ | জনাব জসিম উদ্দিন | সচিব | সদস্য সচিব ৩ | জনাব রিতা আক্তার | সংরক্ষিত সদস্য | সদস্য ৪ | জনাব মোঃ রফিক মোল্লা | সদস্য-২ | সদস্য ৫ | জনাব আবুল কালাম | সদস্য-৩ | সদস্য

ক্রয় ব্যাবস্থা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংঙ্গাসমূহঃ

বিষয়	*সংঙ্গা*	*উদাহরন*
মালামাল	সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার এবং কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় যে কোন পদার্থ এর অন্তর্ভূক্ত হবে এবং মালামাল/ পন্য/ দ্রব্যাদি হিসেবে বিবেচিত হবে।	১% বা ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের এর আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ক্রয়কৃত কোন চেয়ার, টেবিল, সাইকেল, নোটিশবোর্ড ইত্যাদি।
নির্মান পূর্ত কাজ/ মেরামত	স্কীমের জন্য মোট বরাদ্দের আওতায় ক্রয়কৃত কিংবা ক্রয় করা হবে এমন যে কোন ধরনের নির্মান মেরামত রক্ষনাবেক্ষন বা সংস্কার কাজকে বুঝাবে।	বিভিন্ন নির্মান বা পূর্ত কাজ।
ক্রয়কারী বা স্কীম কর্তৃপক্ষ	ক্রয় করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।	ইউপি বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ।
ক্রয় কমিটি	ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ বা ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ হতে দায়িত্ব প্রাপ্ত যে কমিটি ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে।	

ক্রয় পদ্ধতি ঃ

ক্র ঃ নং	ক্রয়ের ধরন	ক্রয়ের আওতায় বিবেচ্য বিষয়	প্রাক্কলিত মূল্যনিধারন
১	সরাসরি ক্রয়	মালামাল/ পূর্তকাজ সংগ্রহ।	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫,০০০/- পর্যন্ত
২	কমিউনিটি ক্রয়	স্থানীয় শ্রমঘন কাজ (মাটির কাজ বা মেরামত ইত্যাদি।	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,০০,০০০/- পর্যন্ত
৩	আরএফকিউ পদ্ধতি	মালামাল/ পূর্তকাজ ।	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,০০,০০০/- পর্যন্ত
৪	উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি	মালামাল/ পূর্তকাজ ইত্যাদি ক্রয় বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে।	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০,০০,০০০/- পর্যন্ত

আরোও উল্লেখ্য যে, উদ্বুদ্ধ করন কর্মসূচীর আওতায় প্রচারাভিযান পরিচালনা, সচেতনামূলক কাজে বছরে ২৫,০০০ টাকার উদ্ধে খরচ করা যাবে না।

উপরে বর্নিত পদ্ধতি ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে স্মরন দরকার যে, ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি ক্রয়ের মূল্যসীমার মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সরাসরি ক্রয়পদ্ধতি অনুসরন ছাড়াও আরএফকিউ বা কোটেশন ক্রয় পদ্ধতি মাধ্যমে উক্ত ক্রয় করা যেতে পারে কিংবা যে সকল ক্রয় আরএফকিউ এর মাধ্যমে ক্রয় করা যায় তা ওপেন টেন্ডার বা উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে করা যাবে।

ক্রয় পরিকল্পনা ঃ

{২০২৪-২০২৫}

ক্র ঃ নং	ক্রয় করা হবে এমন প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয়	মন্তব্য
০১	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বিভিন্ন আসবারপত্র ক্রয়।	৩,২০,০০০/=	
০২	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য আসবারপত্র ক্রয়।	১,০০,০০০/=	
০৩	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বিভিন্ন ফরম ছাপা ও ক্রয়।	১০০,০০০/=	
০৪	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি ক্রয়	৭,৫০,০০০/=	

অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

চেয়ারম্যান
রাঢ়িখাল ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ